পর্দ্দাফাঁক

শ্রীআদিত্য নাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—এক আনা মাত্র।

পর্দ্দাফাঁক

যুগের হাওয়া বদলে গেছে, কালের হাওয়ায় মানব জাতি,
ধিঙ্গি হয়ে ছুটে চলেছে, ফুলিয়ে সবে বুকের ছাতি।
এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানায় দেখ্‌ছি মানুষ রং বে রং,
নানান দেশের নানান মানুষ নানান রুচীর দেখায় ঢং।
আদব কায়দায় পাল্লা কেটে কে কতটা চলেছে ভাই!
সবার সেরা বাঙালী জাতি, তার উপরে কেহ নাই।
বুদ্ধিতে এরা বৃহস্পতি, নকলে এরা বড়ই দড়ো,
সারা দুনিয়ার হালচাল এনে এই দেশটায় করেছে জড়ো।
একদিন এরা পর্‌তো ধুতি কোঁচা দিয়ে এঁটে কাছা,
ঢাকাই সাড়ী পরে' নারী গর্ব্বে বেড়াতো দুলিয়ে পাছা।
বাঙালীর সৃষ্টি, বাঙালীর কৃষ্টি, বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য বেশ,
এখন কালের হাওয়ায় উড়ে গিয়ে দেখা দেছে নানান ড্রেস।
কেউ পরেছে কোর্ট প্যান্ট নেকটাইটা গলায় ঝোলে,
হ্যাট মাথায় ক্ষুদে লাট গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ রাস্তায় চলে।
ওল কামানো করে মাথা গোঁফ কামিয়ে বাটার ফ্লাই,
সিগারেটের ধূম উড়িয়ে মরকট অবতার চলে সদাই।
বিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে পুরুষের পিছে নারীও চলে,
সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে বাইরে আসে দলে দলে।
দেশের হাওয়া বদলে গেছে জ্বলি' নূতন যুগের
বাইরে এসে বঙ্গনারীর রূপটী খুলেছে রঙ্গিন ৎ

এদেরও রুচি বদ্‌লে গেছে আর ঘোম্‌টায় ঢাকেনা মুখ,
এখন ভেরাইটি পোষাকে সেজে গুজে রাস্তায় চলে ফুলিয়ে বুক।
কেউ মেম সেজেছে গাউন পরে' উঁচু হিলের জুতো পায়,
হ্যাক্‌চ ম্যাক্‌চ দুলিয়ে পাছা ঢং দেখিয়ে চলেছে হায়!
কারো রিষ্টওয়াচ কবজীতে বাঁধা চশমা আঁটা নাকের 'পরে,
ভেনেটি ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তায় চলে গর্ব্বভরে।
পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরে' রঙ্গিন যুগের বঙ্গনারী,
ওড়না উড়িয়ে যায় হাওয়ায় উড়ে কতই তার মেজাজ ভারী।
যেন, পেখম তুলে ময়ুর নাচে রঙ্গিন নেশায় ছুটেছে হায়!
বাঙলাদেশের নবীন যুবার প্রেমের হাওয়া লাগে গায়।
সেকেলে নারী ছিল রান্না ঘরে ঘোম্‌টায় ঢেকে সদাই মুখ,
একেলে নারী স্বাধীন হাওয়ায় ঘোম্‌টা খুলে পায় কত সুখ।
পর্দ্দার ভিতরে সেকেলে নারীর সদাই প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে,
একেলে নারী পর্দ্দাফাঁক করি' গড়ের মাঠে তাই গো ছোটে।
বরের সাথে সেকেলে নারীর হ'ত রাত্রে দেখা ঘণ্টা পাঁচ ছয়,
একেলে নারী সারা দিনটা করে স্বামীর সাথে প্রেম অভিনয়।
সেজে গুজে চল্‌বে পথে সদা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে,
প্রাণ যদি চায় করবে প্রেম তাদের সাথে লেকে গিয়ে।
সেকেলে নারী জানতো নারে নাচতে কিম্বা গাইতে গান,
একেলে নারী কচ্ছে কত ষ্টুডিওতে গিয়ে রূপটি দান!
বুকে বুকে মুখে মুখে পরপুরুষের সঙ্গে রঙ্গে,
একেলে নারী দেখছি শত প্রেমের অভিনয় কচ্ছে রঙ্গে।
সেকালে একালে হয়েছে তফাৎ স্বাধীনতার আলো জ্বলে',
একেলে নারী পুরুষের সাথে চল্‌তে চায় সমান তালে।

সমাজ বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, পর্দ্দা হয়েছে বেজায় ফাঁক,
সমাজপতির টিকি কাটা—কর্ত্তা কর্ত্রী হয় নির্ব্বাক।
একাকারের বান ডাকে আবার হিন্দু সমাজের বুকে,
বিরাট পরিবর্ত্তন হচ্ছে আবার ওই দেখ্‌রে চোখে।
বিয়ের আইন বদ্‌লে গিয়ে হচ্ছে নূতন আইন পাস,
নয়া বিয়ের আইনে হবে প্রেমিক প্রেমিকার মনে উল্লাস
শ্রেণী বিন্যাস উঠে যাবে হিন্দুসমাজের বুক হ'তে,
অসবর্ণে চল্‌বে বিবাহ বাধা পড়বে না কোনমতে।
যুবা যুবতী করে প্রেম জাতি সমাজ ভুলে গিয়ে,
মদনদেবের শরাঘাতে রঙ্গিন নেশায় বিভোর হয়ে।
সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু পিতামাতা দেয় গো বাধা,
প্রেমিক প্রেমিকার হয় গো শেষে শুধুই সা-রে-গা-মা সাধা।
প্রেম ভালবাসার রাখ্‌তে মান প্রেমিক প্রেমিকা করে পণ,
ধর্ম্মান্তরিত হয় কিম্বা যুগলে দেহ দেয় বিসর্জ্জন!
নূতন আইন হ'লে পাস হিন্দু সমাজের সকল জাতি,
মিশে গিয়ে এক হবে আনন্দে তারা উঠবে মাতি।
ছোট বড় ভেদাভেদ থাক্‌বে না কিছু আর,
বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবে সকল জাতি পরস্পর।

———

ভেঙ্গে দাও হিন্দু সমাজ
নূতন করে গড়ো

ভেঙ্গে দাও হিন্দু সমাজ—নূতন করে গড়ো,
জাতির লেঠা তুলে দিয়ে একটি সমাজ করো।
শত বিভক্ত হিন্দু জাতি পরস্পরে হিংসা করে,
জাতিতে জাতিতে ঠোকাঠুকি খুনোখুনী হয়ে মরে।
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, কামার, কুমার, তাঁতি,
ধোপা, নাপিত, মুচী, মেথর, সবাই হিন্দু জাতি।
আরো আছে কত জাতি হিন্দু সমাজে ভাই!
হিন্দুধর্ম্ম করে পালন, চোখে দেখতে পাই।
সেই সমাজ আজ গোল্লায় যায় জাতি হিংসা তরে,
সদাই চলে রেষারেষী জাতিতে জাতিতে পরস্পরে।
বড় যারা বল্‌ছে তারা তুই রে ছোট জাত,
তোদের পাশে বসে মোরা কেমনে খাব ভাত।
আমরা হ'লাম ভদ্র জাতি থাকি শুদ্ধাচারে,
তোদের নাই আচার নিষ্ঠা দেখছি চোখের পরে,
তোদের সঙ্গে মিলন মোদের কেমনে হবে বল্?
টিকি নেড়ে বল্‌ছে গোঁড়া কাঁপিয়ে ধরাতল।
উদার যারা বল্‌ছে তারা কর্‌ছো তুমি ভুল!
তোমার পাপে আজ হিন্দু সমাজ হয়ে যাচ্ছে নির্ম্মূল।
ভিতরে ভিতরে সব চালাও তুমি হয় না তাতে দোষ,
পরিচয় তার দিচ্ছি কিছু করো না যেন রোষ।

পুকুরের জল খাও গো তুমি নিজের হাতে ভরে,
সহরে খাও কলের জল, কারা তৈরি করে ?
কলিমদ্দী মিঁয়ার বাড়ীর দুগ্ধ, অর্দ্ধেক তাতে পানি,
সে দুগ্ধ খেলে যায় না জাতি কেন তোমার শুনি ?
রেল ষ্টীমারে চলেছ তুমি পিপাসা যদি পাও,
বায়রণের সোডা লেমনেড অমনি কিনে খাও।
জাতি তখন কোথায় থাকে বিধর্ম্মীর জল খেয়ে,
স্বধর্ম্মীর ছোঁয়া খেলে প্রায়শ্চিত্ত কর গিয়ে।
রেষ্টুরেণ্টে চা-পান করো' চপ কাটলেট খাও,
কারীকরটি কোন জাতি খবর কিছু নাও ?
হটেলে বসে খাও তুমি বামুণের রাঁধা ভাত,
খবর কিছু রাখ সে বামুণের আছে জাত ?
তাদের হাতে ভাত খেলে যায় না তোমার জাতি,
জাতি যায় ছুঁয়ে দিলে বাড়ীর পাশের তাঁতি।
আরো তোমার গলদ কত কান্‌টি দিয়ে শোন।
তোমার ভাইঝির 'গুপ্ত কথাটি' ভুলে যেয়োনা যেন !
ভিন্ন জাতির ছেলের সাথে ভালবাসা যেই করে,
তুমি শুনে লাফিয়ে উঠে পড়লে তার ঘাড়ে।
অসবর্ণ বিবাহ তারা কর্‌তে রাজি হ'ল,
তুমি তাতে দিলে বাধা, পালিয়ে তারা গেল।
চারিদিকে রাষ্ট্র হ'ল তোমার কুলে কালি পড়ে,
তবু তোমার লজ্জা নাই মাথার টিকি নড়ে।
এখনো তুমি মাথা নেড়ে গোঁড়ামী করো হায়।
তোমার পাপে আজ হিন্দু সমাজ অধঃপাতে যায়।

দাউ দাউ দাউ জ্বলে আগুন হিন্দু সমাজের বুকে,
বিয়ে হয় না কুলীন কন্যার বেড়ায় মনের দুঃখে।
ত্রিশ বছর হয়েছে বয়স বুকে লালসার আগুন জ্বলে,
তাকে তুমি রেখেছ আটক হিন্দু আইন বলে।
বরপণের টাকা নেইকো তোমার বিয়ে হয় না তার,
অসবর্ণ বিবাহে হ'লে সুযোগ কর আপত্তি বার বার।
তারপর একদিন সেই মেয়ে করে বসে পাপ,
লালসার আগুন নেভাতে গিয়ে আগুনে দেয় ঝাঁপ।
গলায় দড়ি দেয় কিম্বা আত্মহত্যা করে,
শত প্রমাণ রয় তার হিন্দু জাতির ঘরে ঘরে।
ক্ষয়েষ্ণু হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে যদি চাও ?
শোন গোঁড়া হিন্দু যারা ভেদাভেদ ভুলে যাও।
অসবর্ণে বিবাহ চালাও—পণপ্রথাও দাও তুলে,
সব জাতিকে বুকে তুলে নাও ছোট বড় ভুলে।
একাকারের বান ডেকে যাক হিন্দু সমাজের বুকে,
আনন্দের কল্লোলধ্বনি উঠুক হিন্দুর ঘরে ঘরে চতুর্দ্দিকে।
তোমার ত্যাগে বাড়িবে আবার হিন্দু সমাজের বল,
হিন্দুর সংহতিতে একদিন সারা বিশ্ব করিবে টলমল।

———

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাংলায় আগমন ৩। বাঙ্গালী [illegible]
৫। জানের বাঁশী বা সাইরেন ৫। কন্‌ট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের [illegible]
৭। কাপড়ে আগুন ৮। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ ৯। গৃহস্থের খোকা হ'ক ১০। [illegible]
কৌর ১১। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট ১২। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৩। জয় যাত্রা ১৪। [illegible]
হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৫। পেট শাসন ভুঁড়ি অপারেশন ১৬। শাশুড়ী শাসন আইন ১৭। [illegible]
পালট ১৮। বিবাদ-সিন্ধু ১৯। বউ কথা কও ২০। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২১। [illegible]
বিয়ে ২২। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৩। নয়া হিন্দুর অভিযান ২৪। বুড়োর কাণ্ড ২৫। [illegible]
রহস্য ২৬। মহামানবের চিরবিদায় ২৭। আশার আলো ২৮। দুই জাতি—দুই [illegible]
২৯। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ৩০। কুলীনের মেয়ে ৩১। নূতন বিয়ের আইন ৩২। [illegible]
ভারতের উৎসব ৩৩। ফটিক জল ৩৪। ক্ষুদিরামের ফাঁসী ৩৫। আগমনী ৩৬। [illegible]
দাবী ৩৭। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব ৩৮। রূপিয়ার রূপকথা ৩৯। বাঘ বন্দিনী [illegible]
৪০। বিদ্রোহী হায়দরাবাদ ৪১। চাষী ভাই জাগো জাগো ৪২। চিচিং ফাঁক ৪৩। [illegible]
মর্ত্তে আগমন ৪৪। নাথুরামের ফাঁসি ৪৫। কালো মাণিক ৪৬। নেতাজির [illegible]
৪৭। চোখ গেল। উক্ত ৪৭খানি /০,০/০ ও ৵০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ভাক [illegible]
ভিঃ পিঃ তে ৩৷০০তিন টাকা আট আনা মাত্র০।

[বিঃ দ্রঃ—এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে যদি কোন পুস্তক ফুরাইয়া [illegible] পরিবর্ত্তে নূতন পুস্তক দেওয়া হয়। ১।০ এক টাকা চারি আনার কম [illegible] তে পুস্তক পাঠান হয় না। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। [illegible] টাকা পাঠাইলে পাকিস্তানে পুস্তক পাঠাইয়া থাকি।]

প্রিন্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
১৭৮।১সি, রমেশ-দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত